প্রথম দার্‌স

الدرس الأول

নামাযের বিধান

أحكام الصلاة

নামায ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞান-সম্পন্ন সকল মুসলিমের উপর নামায ওয়াজিব। যে নামাযের ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে, সে সকলের ঐক্যমতে কাফের। আর যে গড়িমসি ও অলসতার কারণে তা (নামায) মোটেই পড়ে না, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে সেও কাফের। কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ (النساء:١٠٣)

"নিশ্চয় নামায ফরয মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (সূরা নিসা ১০৩) ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূল-ﷺ-বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।" (বুখারী ৮-মুসলিম ১৬) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানুষের মধ্যে এবং শির্ক ও কুফ্‌রের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ত্যাগ করা।" (মুসলিম ৮২) অনুরূপ নামায আদায় করার মধ্যে রয়েছে বহু মহান ফযীলত। যেমন, আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)) رواه مسلم ٦٦٦

"যে ব্যক্তি বাড়িতে ওযু ক'রে আল্লাহর ঘরসমূহের কোন ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহর ফরয কার্যসমূহের কোন ফরয কাজ আদায় করার জন্য, তার এক পদক্ষেপে গোনাহ মাফ হয় এবং অপরটির দ্বারা মর্যাদা বর্ধিত হয়।" (মুসলিম ৬৬৬) আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) مسلم ٢٥١

"আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ্ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন?" সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, "কষ্টের সময় সুন্দরভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহা হলো জিহাদে প্রতি- রক্ষার কাজের ন্যায়। ইহা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম ২৫১) অনুরূপ অবূ হুরাইরা-ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)) متفق عليه

"যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।" (বুখারী ৬৬২-মুসলিম ৬৬৯)